বাংলাদেশে পুশ-ইন চালিয়ে রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করছে ভারত: মির্জা ফখরুল



মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর: সংগৃহীত ছবি

হাসিনা কে ভারত জায়গা দিয়ে। এখন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারকে চাপে ফেলতেই সীমান্তে পুশ-ইন শুরু করেছে ভারত—এমনটাই অভিযোগ করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেছেন, আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর থেকে ভারত আমাদের বিরুদ্ধে একের এক মিডিয়া গুজবেও লিপ্ত হয়েছে। এখন পুশ-ইন করে সরকারকে চাপে ফেলতেই বিপুল সংখ্যক মানুষকে বাংলাদেশের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

গতকাল শুক্রবার (২০ জুন) রাতে নিজ গ্রাম ঠাকুরগাঁওয়ের কালিবাড়ি এলাকায় আলেম-ওলামা ও ইমামদের সঙ্গে আয়োজিত সভায় এমন মন্তব্য করেন।

সভায় তিনি বলেন, বাংলাদেশের যে পানির হিস্যা, তা আমরা পাই না। সীমান্তে গুলি করে হত্যা করা হচ্ছে—এমন ভয়াবহ অবস্থা থেকে আমরা বের হয়ে এসেছি। প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের যে আলোচনায় নির্বাচনের সময় নির্ধারণ হয়েছে— কিন্তু নির্বাচন হলেই সব কাজ শেষ হবে না। সরকার গঠনের পর সেই সরকার যেন সঠিকভাবে কাজ করে, সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। ভোট আমাদের পবিত্র আমানত—মানুষের কল্যাণে ও ইসলামের কল্যাণে কাজ করবে, আমরা তাকেই ভোট দেব।

তিনি আরও বলেন, বিগত আওয়ামী সরকারের সময় আলেম-ওলামাদের উপর বিভিন্ন ট্যাগিংয়ের মাধ্যমে জুলুম, জেল দেওয়া হয়েছে। আপনাদের কোনো সহায়তা করা হয়নি। আপনাদের সবসময়ই অবহেলিত করে রাখা হয়েছে। এখন আমরা সুন্দর বাংলাদেশ বিনির্মাণে সেই অবস্থা থেকে বের হয়ে আসতে চায়। আমরা ভিন্ন পথে রোজগারের কথা চিন্তা করতে পারি না। আমি ও আমার পরিবার সৎ পথে থেকে চলতে চাই, শুধু রাজনীতি করতে গিয়ে আমাকে পৈত্রিক সম্পত্তি বিক্রি করতে হয়েছে। যতটুকু কাজ করবো, তা যেন নিষ্ঠার সঙ্গে করতে পারি।সেই দোয়া করবেন আমার জন্য। রাজনৈতিক ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ জনগণের দুঃখ-কষ্ট বুঝবে না। যে ব্যক্তিরা জনগণের সঙ্গে থেকে তাদের দুঃখ-কষ্ট বোঝে, তারা যদি নির্বাচিত হয়ে সংসদে যায়, তাহলেই তাদের কাছ থেকে ভালো ফলাফল আশা করা যাবে।